যায়যায়দিন

তারিখ 20 FEB 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের এক কোটি ৬৪ লাখ টাকা লোপাট

যায়যায়দিন রিপোর্ট

সরকারি অডিট দলের অডিট আপত্তি

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় প্রার্থীদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফি বাবদ পে-অর্ডারের মাধ্যমে আদায় করা ১ কোটি ৬৪ লাখ টাকা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছেন। তারা সরকারি নিয়মনীতির কোনো তোয়াক্কা না করেই এসব টাকা লোপাট করেছেন।

সম্প্রতি এ টাকা লোপাটের ব্যাপারে অডিট আপত্তি দিয়েছে সরকারি অডিট দল। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এ আপত্তি মাফ করে দেয়ার জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানালেও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে অধিদপ্তরের কাছে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা চেয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, ১৯৯১ সাল থেকে দেশে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফি বাবদ ৭৫ টাকার পে-অর্ডারের মাধ্যমে এ অর্থ আদায় করা হয়। ২০০৩-০৪ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার জন্য আদায়কৃত ১ কোটি ১৯ লাখ টাকা জেলা পর্যায়ে এবং ৪৫ লাখ টাকা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নেন। আদায়কৃত টাকা ব্যবহারে এবং বণ্টনের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মনীতি মানা হয়নি বলে ২০০৫ সাল থেকে সরকারি

লোপাট : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

লোপাট : শিক্ষক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

অডিট দল এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়ে আসছিল।

বিষয়টি নিয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বুধবার উক্ত পর্যায়ের একটি বৈঠক হয়েছে বলে জানা গেছে। বৈঠকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে এসব অর্থের ব্যয় কীভাবে হয়েছে তা পর্যালোচনা করা হয়।

এ টাকা খরচের ব্যাপারে অডিট আপত্তিতে বলা হয়েছে, আদায়কৃত অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৯৬ সালের ১১ নভেম্বর জারিকৃত অর্থ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মানা হয়নি। আদায় করার পর এ অর্থ সরকারি আর্থিক ব্যয় বিধিমালার আলোকেও ব্যয় করা হয়নি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের দেয়া তথ্য থেকে জানা গেছে, অডিট আপত্তির পর দুই কিস্তিতে প্রাথমিক ও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর ৪৮ লাখ ৬৭ হাজার এবং ৫১ লাখ ৩৩ হাজার টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়। ২০০৩ সালে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার সময় ব্যয়ের খাত নিয়ে যে প্রস্তাবনা অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল তা অর্থ মন্ত্রণালয় অনুমোদন করেনি। এ ব্যাপারে ২০০৪ সালের ১৩ জানুয়ারি অর্থ মন্ত্রণালয়ের মৌখিক নির্দেশে ব্যয় পরিচালনা করা হয়েছিল। এটি সরকারি অর্থ ব্যয়ের আর্থিক বিধিপরিপন্থী বলে অডিট দল আপত্তি উত্থাপন করে। ওই বছরের (২০০৩-০৪) খরচ হওয়া ১ কোটি ৬৪ লাখ ৫০ হাজার ১২৫.৫০ টাকার ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিয়ে অডিট আপত্তি দেয়া হয়েছে।

আদায়কৃত ১ কোটি ১৯ লাখ ১৬ হাজার ১০৮ টাকা জেলা পর্যায়ে এবং ৪৫ লাখ ৩৪ হাজার ৭ টাকা ১৫ পয়সা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে খরচ করেছে বা বণ্টন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের নথিপত্র পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এ টাকা ব্যক্তি পর্যায়ে দৈনিক সর্বোচ্চ এক হাজার থেকে সর্বনিম্ন ৫০০ টাকা হারে ভাগ-বণ্টন করা হয়েছে।